সংবাদ

2 FEB 2017

এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা প্রশ্ন যেন ফাঁস না হয়

আজ সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, সারাদেশে এ বছর ১৭ লাখ ৮৬ হাজার ৬১৩ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় বসছে। গতবারের তুলনায় প্রায় ৩৬ হাজার বেশি শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডে পরীক্ষার্থী প্রায় ১৪ লাখ ২৬ হাজার। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে প্রায় ২ লাখ ৫৭ হাজার এবং কারিগরি বোর্ডের অধীনে প্রায় ১ লাখ ৫ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ছাত্রীর চেয়ে প্রায় ৩৪ হাজার বেশি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত মঙ্গলবার গণমাধ্যমকে বলেছেন, প্রশ্ন ফাঁস না হওয়ার ওপর সরকার জোর দিয়েছে।

এসএসসি পরীক্ষা আর প্রশ্ন ফাঁস সমার্থক শব্দে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেখা গেছে, নিয়মিতই একেক বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে। তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সুবাদে তা সহজেই ভাইরাল হয়ে পড়ে। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ গুজব বলে উড়িয়ে দেয়। বাস্তবে দেখা যায়, ফাঁস হওয়া প্রশ্ন আর পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু এক। চাপে পড়ে প্রশ্ন ফাঁসের কথা কখনো কখনো কর্তৃপক্ষ স্বীকার করলেও এর বিহিত করা হয় না। এবার বলা হচ্ছে, প্রশ্ন যেন ফাঁস না হয় সেজন্য নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী বেশকিছু পদক্ষেপের কথা জানিয়েছেন। আমরা আশা করব, এসব পদক্ষেপে প্রশ্ন ফাঁস বন্ধ হবে। প্রশ্ন ফাঁসের কুফল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে প্রকৃত মেধাবীদের মেধার মূল্যায়ন হয় না। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। একশ্রেণীর অভিভাবককে দেখা যায় অনৈতিকভাবে ফাঁস হওয়া প্রশ্ন সংগ্রহ করে। আমরা চাই না এবারও কোন প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটুক।

সার্বিকভাবে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ার খবর উৎসাহব্যঞ্জক। তবে এখনও ছেলে শিক্ষার্থীর তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর পরীক্ষায় অংশ নেয়ার হার কম। বাল্যবিয়েসহ নানা কারণে অনেক মেয়ে শিক্ষার্থী এসএসসির আগে ঝরে পড়ে। এটা বন্ধ করতে সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। কারিগরি বিষয়ে আরও বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কাম্য। কাঙ্ক্ষিত হারে কারিগরি বিষয়ের শিক্ষার্থী বাড়ছে না।

আমরা আশা করব, এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার্থীরা ভালোয় ভালোয় পরীক্ষায় অংশ নেবে, সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষা দেবে। আশার কথা, এবারের পরীক্ষার্থীদের হরতাল, অবরোধের মতো কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির মুখে পড়তে হচ্ছে না। তারা এদিক দিয়ে স্বস্তিতে পরীক্ষা দিতে পারবে। অতীতে রাজনৈতিক সংঘাত-সংঘর্ষের কারণে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়েছে। অনেক পরীক্ষা যথাসময়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মসূচি দেখে মনে হয়, তারা লাখ লাখ শিশু শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে দলীয় ফায়দা লোটার অপচেষ্টা করে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। আমরা আবারও এসএসসি এ সমমানের পরীক্ষার্থীদের সাফল্য কামনা করি।